নজরদারিতে ব্রিটেনের মুসলমান “দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত’।

সাইমন হুপার।

অনুবাদ
হোসাইন আহমদ

‘McCarthy-like’ নামে নতুন রিপোর্ট বলছে মুসলিম কম্যুনিটির বিরুদ্দে পুলিশের নজরদারির কথা।

ব্রিটেনের লন্ডন। মুহাম্মাদ জানেন না ২০১২ সালের মার্চ মাসের এক সকালে ব্রিটিশ কাউন্টার টেররিজম পুলিশ কেন তার ইস্ট লন্ডনের ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছিল।

তখন ভুর ৫:৩০ মিনিট। সেদিন ছিল মুহাম্মাদ এবং তার স্ত্রীর তৃতীয় এনিভারসারি। তাদের ছোট দুই বাচ্ছা কটে ঘুমিয়ে ছিল। এবং তাদের বৃদ্ধ বাবা-মা ও তাদের দেখতে এসেছিলেন।

“আমার মা আমাকে জাগ্রত করেন, এই বলেঃ দরজায় পুলিশ, উট! উট!’ আমার স্ত্রী উড়না পরলেন এবং আমরা সকলে বসার ঘরে চলে এলাম”। মোহাম্মাদ আল-জাজিরাকে এসব বলেন। এবং এই অনুরুধ করেন যে শুধুমাত্র তার নামের প্রথম অংশ যেন ব্যাবহার করা হয় আইনি কারনে।

“আমি গননা করি ওখানে ১২ জন পুলিশ অফিসার ছিলেন এবং আরও পুলিশের নড়াচড়া অন্যরুমে পাচ্ছিলাম। তারা বলে তাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে আমার ঘর ও গাড়ি সার্চ করার”।

যখন পুলিশ প্রপার্টি সার্চ করছিল, মোহাম্মাদের পিতার হার্ট এট্যাক হয়। একটি এ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয় তাকে হস্পিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পুলিশ একে একে পরদিন দুইটার দিকে বিদায় নেয় এবং তারা টাকা, ডকুমেন্ট, ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র, ফোন এবং মোহাম্মাদের পাসপোর্ট নিয়ে যায়।

মোহাম্মাদ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন ব্রিটিশ মুসলিম যার বয়স বিশ বছর। যাকে এই রেইডের কারনে গ্রেফতার করা, জেলে নেয়া এবং ইন্টারোগেশন করা হয়নি। তার পিতা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেন কিন্তু এই ঘটনা তার জীবন সম্পূর্ণ উলটপালট করে দেয়।

এরপর যখন তিনি একজন গাইড হিসাবে ব্রিটিশ হজ্বযাত্রীদের নিয়ে সৌদি এরাবিয়া যাচ্ছিলেন, তাকে প্রত্যেকবার আটক করে কুয়েশ্চান করা হয় কাউন্টার টেররিজমের 'শিডিউল সেভেন' আইনের ক্ষমতাবলে। যা তার কাজ করাকে অসম্ভব করে তুলেছে। তিনি বলেন গত বছর অক্টোবরে রিয়াদ এয়ারপোর্টে তাকে ২৬ ঘন্টা আটকে রাখে পরে ব্রিটেনে ফেরত পাটানো হয় কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই।

স্পাই হওয়ার জন্য প্রেশার

গত আগস্টে তাকে ডাকা হয় লন্ডনের একটি পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য, তার টাকাপয়সা ও অন্যান্য জিনিস আনার জন্য যা প্রায় দেড় বছর পূর্বে সিজ করা হয়েছিল।

"SO15 এর পক্ষ থেকে (লন্ডন মেট্রপলিটন পুলিশ কাউন্টারের টেররিজম ইউনিট) দুজন অফিসার আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। জানা কথা তারা ভালো পুলিশ খারাপ পুলিশ এই খেলা সবসময় খেলে। ভালো। সেদিন তারা দুজনই ভালো পুলিশ পুলিশ খেলছিল। সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। যখন আমি বের হয়ে যাব তারা বলে উঠল 'হোল্ড অন, ওখানে একজন আছেন যিনি দ্রুত কিছু কথা বলতে চান"

মোহাম্মাদকে একটি রুম দেখানো হয় যেখানে দুজন লোক বসা ছিলো। তিনি বলেন তিনি বিশ্বাস করেন তারা MI5 এর জন্য কাজ করে, যা ব্রিটেনের অভ্যন্তরিন সিকিউরিটি সার্ভিস। তিনি বলেন তারা তাকে প্রেশার দেয় এবং প্রলুভন দেয় তাদেরকে তথ্য দেয়ার জন্য।

"তারা আমাকে আমার বন্ধুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। জিজ্ঞেস করে সিরিয়ার ব্যাপারে এবং এরকম বিষয়ে। তারা বলে তারা মনে করে অনেক লোক আছে যারা ফিরে এসে ব্রিটেনে দাঙ্গা বাধাতে চায়। আমি বলি সিরিয়া যাওয়া আমার কোন পরিকল্পনায় ছিল না। তারা আমাকে একটি ফোন নাম্বার দেয় এবং বলে কোন কিছু শুনলে তাদের খবর দেওয়ার জন্য"।

মোহাম্মাদের কাহিনি, সিভিল সিকিউরিটি গ্রুপ কেইজ (CAGE) এর মতে কেবলমাত্র একটি কেইস যা ব্যাখ্যা করে কি পরিমান ব্রিটিশ মুসলিমকে ফাদে ফেলা হচ্ছে কাউন্টার টেররিজম পলিসির মাধ্যমে এবং অনধিকারমুলকভাবে উত্তরোত্তর তাদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে। যাদেরকে মনে হচ্ছে তারা তাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে এক্সট্রিম হয়ে যাচ্ছে।

এমাসে তারা ব্রিটিশ সরকারের 'প্রিভেন্ট কাউন্টার টেররিজম পলিসির ব্যাপারে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যেখানে কেইজ' (CAGE) সতর্ক করে যে মুসলিম কম্যুনিটিকে 'দুলনা থেকে কবর' পর্যন্ত নজরদারি আর বৈশম্যতার লেভেলে নিয়ে আসা হচ্ছে যা

এমনকি শিতল যুদ্ধের সময়কার সন্দেহভাজন কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত পলিসিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে যা আমেরিকা ব্যাবহার করেছিল।

এটা হাইলাইট করেছে কিভাবে বাধা দানের এই পদ্দতি মসজিদ, মুসলিম ইন্সটিটিউট এবং চ্যারিটিকে সিকিউরিটির ভিতর নিয়ে আসা হয়েছে এবং পাবলিক অফিসিয়াল যেমন শিক্ষক, ইমাম, লেকচারার, এবং হেলথকেয়ার ওয়ার্কারদের আবেদন করা হয়েছে এই ইনফরমেশন দেয়ার জন্য যে যদি কোন স্কুলের ছাত্র, অথবা ছাত্র কিংবা রুগিকে দেখা যায় যে মনে হচ্ছে সে মৌলবাদী হওয়ার যুকিতে আছে।

কেইজ এর ডিরেক্টর হলেন মুয়াযযাম বেগ। যাকে মঙ্গলবার সিরিয়ার সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি সাবেক গুওয়ান্তানামো বন্দী যাকে আমেরিকা ২০০২ সালে পাকিস্থান থেকে গ্রেফতার করেছিল। তিনি কিউবার আমেরিকান প্রিজন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পান ২০০৫ সালে কোন চার্জ ছাড়াই।

ডিসেম্বরে বেগ লিখেন কিভাবে তিনি নিয়মিত নিগৃহিত হন ব্রিটিশ সরকার এবং এর সিকিউরিটি সংস্থার মাধ্যমে এবং তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয় কারন তিনি ব্রিটিশ সরকার যেসব দুষ্কর্মে সহযোগিতা করছিল তার অনুসন্ধান করছিলেন। এছাড়া সিরিয়ায় এইড সহযুগিতা দেওয়াও একটি কারন।

এক বিব্রিতিতে কেইজ দাবি করে আটক করার মাধ্যমে তাকে অত্যাচার করা হয়।

“আমরা যে কোন ধরনের সন্ত্রাসের সাথে মুয়াযযাম বেগের সম্পৃক্ততা বিশ্বাস করি না”। তারা বলে। “সহজ কথায় তিনি সেসব ব্যাক্তি ও চ্যারিটির মধ্যে একজন যারা সিরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং তাদের সন্দেহের চুখে দেখা হয়। এটা বিশাল মুসলিম কম্যুনিটিকে এই বার্তা দেয়া যে সিরিয়ার জন্য তাদের কাজ করতে যাওয়া হল নো গো এরিয়া”।

ডিপ্রোগ্রামিং

কেইজ এর রিপোর্ট হাইলাইট করে নয় বছর বয়সি একটি বালকের ব্যাপারে যাকে এক্সট্রিমিজমের সাইন দেখানোর অভিযুগে অভিযুক্ত করা হয় এবং যার ইনফরমেশন আসে ‘ডিপ্রগ্রামিং’ এর মাধ্যমে। পুলিশ পরিসংখ্যানে দেখা যায় যুবক-তরুনদেরর ব্যাপারে খবর দেয়ার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন ২০১২ -২০১৩ সালে ৭৪৮ টি খবর যা এসেস্মেন্ট পর্যায়ে যায়। আগের বছরের সাথে তুলনা করলে যা ছিল ৫৮০ এবং ২০০৬ সাল থেকে সর্বমোট প্রায় ২৬০০ এর উপরে ।

অন্যদিকে মুসলিম কম্যুনিটির জন্য প্রতিষ্টিত ইয়ুথ গ্রুপ এবং মেন্টাল হেলথ প্রোজেক্ট যেগুলো সরকারের পাব্লিক ফান্ড পায় তাদেরকে এই শর্তে আসতে হয় যে তারা ইনফরমেশন ডাটা শেয়ার করবে আইন প্রয়ুগকারি সংস্থাকে। আর ইউনিভারসিটির ইসলামিক সুসাইটিগুলুকে চাপ প্রয়ুগ করা হয় মেম্বারশিপ লিস্ট এবং অন্যান্য তথ্য কাউন্টার টেররিজম পুলিশকে দেয়ার জন্য।

“ম্যাককারথির সময়ের আটক পলিসির মতো কোন পলিসির উদাহরন হয় না। কিন্তু এই আটক শুধু আটক থাকে না আরও সামনে চলে যায়” রিপোর্টের সহকারি লেখক আল-জাজিরাকে বলেন। “আটকিকরন মুসলিম কম্যুনিটিতে ভয় আর উন্মত্ততা নিয়ে এসেছে। মানুষ মনে করে তারা এ বিষয় নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না এবং তাদের কোন অধিকার নেই”।

তথাপি ব্রিটেনের কাউন্টার টেররিজম আইন নিয়ে সাম্প্রতিক পরিকল্পনা হয়, যা গত মে’তে ব্রিটিশ সৈনিক লি’রাগবি হত্যার পর হয়। এবং বর্তমানের উদ্ধেগ নিরাপত্তা যুকি নিয়ে উদ্ধেগ যা এসেছে ব্রিটিশ মুসলিমদের সিরিয়া সফর নিয়ে। এসব কারন বাধা দানের প্রবনতা আরও কঠোর করে তুলবে।

ডিসেম্বরে, ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি থেরেসা মে এক নতুন আইনের পরিচয় করিয়ে দেন যা আরও কঠোর। যাতে লোকাল কর্তিপক্ষ, মসজিদ, ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য ইন্সটিটিউটের আর আইনি কোন বাধা নেই প্রিভেন্ট নিতির সহযোগিতা করতে, এবং এই আইন জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করা হবে, আইনের মাধ্যমে।

সমালোচকরা বলছেন এসব বাধাদান আইন যা নতুন কনজারভেটিভ আইডলজি দ্বারা করা হচ্ছে তা উলটে গিয়ে ইসলামকে নিয়ে ভায়লেন্ট রেডিকালাইজেশনের প্রবনতা বাড়িয়ে দেবে।

“শিক্ষক, ডাক্তার, পুলিশ অফিসার, সিভিল সারভেন্ট এবং লোকাল সরকারী অফিসারদেরকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে ইসলামকে পলিটিকাল ফরমেশনে উপস্থাপন করে”। কেইজ রিপোর্ট বর্ননা দেয়। “এটা সেই পলিসি যা মুসলিমকে তাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে শিথিল ও বিমুখ করতে তৈরি করা হয়েছে। সহজ কোথায় এটা হত্যা করে ভিন্ন মতের রাজনীতিকে অথবা রাজনৈতিক চিন্তাকে”।

বিচ্ছিন্নতা

প্রিভেন্ট বা বাধাদান পলিসির সাথে যুক্ত অনেকেই মনে করেন এই পলিসি অলরেডি প্রমান করেছে, মুসলিম কম্যুনিটিকে বিচ্ছিন্ন করতে, তাদেরকে সংযুক্ত করার বদলে।

শাকুর রাহমান, ইষ্ট লন্ডনের রেডব্রিজ ইসলামিক সেন্টারের ইমাম, আল-জাজিরাকে বলেন, তিনি এবং মসজিদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে প্রিভেন্ট অফিসাররা প্রতিনিয়ত দেখা করে।

“কিছু লোক এসে এই দাবী করে যে তারা স্পেশাল ব্রাঞ্চ (SO15) এর পক্ষ থেকে এবং তারা ইমামের সাথে মিটিং করার জন্য ডিমান্ড করে এই বলে যেঃ ‘যদি আপনারা সহজুগিতা না করেন তাহলে আপনাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলা হবে”। রাহমান বলেন।

“এর অর্থ হলঃ ‘আমরা তোমাদেরকে নজরদারি করছি। আমাদের চুখ তুমাদের উপর এবং আমাদের কান সবসময় মাটিতে থাকবে’। এরপর আপনি পাবেন কিছু লোক কম্যুনিটির সাথে মিশে আসছে এবং আজব প্রশ্ন করছে। তারা যে কোন সময় আসবে এবং গায়েব হয়ে যাবে।

“আমরা জানি, আসলে প্রত্যেক ইমাম জানেন, যে আপনি যদি এমন কিছু বলেন যা তারা পছন্দ করে না তাহলে সেদিন রাতেই আপনার

ঘরে রেইড পরবে। তারা এসব ভয় সৃষ্টি করছে যাতে আমরা কিছু বুনিয়াদি ইস্যু নিয়ে কথা বলতে না পারি যা আমাদের কম্যুনিটিকে বিভক্ত করতে পারে। যদি প্রিভেন্ট এর প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে কম্যুনিটি থেকে সমস্যা দূর করা তাহলে এটা তার সম্পূর্ণ উল্টো কাজ করে যাচ্ছে”।

আল-জাজিরা, লন্ডন বরা অব রেডব্রিজের প্রিভেন্ট অফিসারের সাথে যুগাযোগ করলে তিনি কমেন্ট করতে অস্বীকার করেন। কাউন্সিলের এক কর্তাব্যাক্তি বলেন প্রিভেন্ট এর ব্যাপারে জানতে হলে সরাসরি হোম অফিসের সাথে যুগাযোগ করার জন্য।

হোম অফিসের এক কর্মকর্তা আল-জাজিরাকে বলেনঃ “আমাদের বাধাপ্রদান পলিসি চরমপন্থি মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে, ইন্সটিটিউট গুলোকে চরমপন্থা থেকে বাচায়, এবং সাধারণ জনগণকে রেডিকাল হওয়া থেকে বাচায়। “আমরা লোকাল অথরিটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি যাতে ধর্মীয় প্রতিস্টান, সামাজিক সংস্থা এবং অন্যান্য গ্রুপের সাথে যুক্ত থাকতে পারি, এবং এই নিশ্চয়তা দেই যে তারা প্রয়ুজনিয় সাপোর্ট এবং এডভাইজ পায়, যা তাদের প্রয়ুজন। এছাড়াও এক্সট্রিমিজমকে মুকাবেলা করার জন্য আমরা সরাসরি লোকাল কম্যুনিটিকে সাপোর্ট করে যাচ্ছি”।

ব্রিটিশ সরকারের পলিসি হল যারা এ ব্যাপারে কথা বলেন তাদের নাম উল্লেখ না করা।

নজরদারির ভিতরে

কেন তার ঘরে রেইড করা হয়েছিল এর ব্যাখ্যায় মোহাম্মাদ মনে করেন, একমাত্র কারণ, এর আগের শুক্রবারে তিনি তার লোকাল মসজিদের বাইরে সিরিয়ার জন্য পয়সা তুলেছিলেন।

“সেখানে একদল ভাই ছিলেন এবং তারা আমাকে তাদের একটি দানবাক্স নিয়ে দাঁড়ানোর অনুরুধ করেন”। তিনি স্বরণ করেন। “মনে হয় MI5 কাউকে নজরদারি করছিল এবং আমি তার সাথে ছিলাম এবং এভাবে আমাকে টেনে আনা হয়। এই রেইড আমাকে মসজিদে যেতে ভিত করে তুলেছে। মনে মনে ভাবি যদি আমি মসজিদে যাই এবং এটা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে?”

মোহাম্মাদ বিশ্বাস করে সে এখনো নজরদারির ভিতরে। সে তার উপর থেকে মনযোগ সরানোর জন্য সাধারণ পোশাক পড়তে শুরু করেছে ট্রাডিশনাল ইসলামিক পোশাকের পরিবর্তে। তার ফোনে সে নিয়মিত অপরিচিত কল পাচ্ছে, কিন্তু যখন সে আনসার করে লাইন নীরব থাকে।

“এমনকি আজ রাতে যখন ইন্টারভিউ এর জন্য এখানে আসি, আমি দেখেছি ওখানে একটি কার পার্ক করা। এটা সহজে অনুমান করা যায় যে পুলিশ যখন আন্ডারকাভার থাকে তাদের কেমন দেখায়। আমার পিছনে MI5 , আমার জিনিসপত্র SO15 নিয়ে যাচ্ছে, এবং আমি ভিত। সর্বশেষ এর উপর একটি প্রশ্নবুধক চিহ্ন থেকে যায় কারন আমি জানি না আমার কি হবে”।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ আল-জাজিরায় লেখা সাইমন হুপারের নিবন্ধ অবলম্বনে)